দৈনিক ইত্তেফাক

FEB 06 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকারী কর্মচারীদের জন্য কঠোর আচরণবিধি

মিছিল-সমাবেশে যোগদান ও রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়া নিষিদ্ধ ❑ অসদাচরণের শাস্তি চাকরিচ্যুতি ❑ সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি প্রদান ও লিফলেট-পোস্টার প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা ❑ স্বামী বা স্ত্রী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকলে সরকারকে জানাতে হবে

মাঈনুল আলম ॥ সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নতুন আচরণ বিধি চূড়ান্ত হয়েছে। বর্তমানে কার্যকর 'সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধি ১৯৭৯' সংশোধন ও পরিবর্তন করে নতুন করে প্রণয়ন করা হবে। এ জন্যে কেবিনেট সচিব ডঃ আকবর আলি খানের নেতৃত্বে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের সচিব কমিটি গতকাল মঙ্গলবার এক বৈঠকে নয়া আচরণ বিধির খসড়া চূড়ান্ত করেছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়, খসড়া আচরণ বিধিতে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মিছিল, মিটিং, সমাবেশ করা, সরকারের বিরুদ্ধে হুমকি প্রদান, রাজনীতি বা কোন সংগঠনে সম্পৃক্ত হওয়া, সরকারী সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ক্ষোভ, অসন্তোষ প্রকাশের বিরুদ্ধে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। কেউ এ ধরনের কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত হলে তথা অসদাচরণ করলে '১৯৭৯ সালের সরকারী কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ' অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই অধ্যাদেশে অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করার বিধান আছে। প্রস্তাবিত আচরণ বিধিতে বলা হয়েছে সকল সরকারী কর্মচারী সব সময় মহিলা কর্মচারীদের সাথে ভদ্রতা বজায় রেখে আচরণ করবেন। সকল কর্মচারী সরকারের সকল সিদ্ধান্ত আদেশ মান্য করবেন এবং সরকারের কোন আদেশ বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ক্ষোভ, বিক্ষোভ বা অসন্তোষ প্রকাশ করবে না কিংবা গৃহীত সরকারী সিদ্ধান্ত বা আদেশ পরিবর্তন, বাতিল বা সংশোধনের জন্য সরকারের উপর চাপ বা প্রভাব সৃষ্টি করবেন না। কোন কর্মচারী সরকারকে হেয় বা বিব্রত করার জন্য সংবাদ মাধ্যমে কোন বিবৃতি দেবেন না কিংবা লিফলেট পোস্টার প্রকাশ করবেন না। কোন সরকারী কর্মচারী দেশে বা বিদেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক দলের সহযোগী (২য় পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

সরকারী কর্মচারীদের

(প্রথম পৃঃ পর)

সংগঠনের সদস্য বা সম্পৃক্ত হবেন না। কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও জড়িত হবেন না। কোন কর্মচারীর স্বামী বা স্ত্রী যদি কোন উপায়ে কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হন তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে তা লিখিতভাবে সরকারকে জানাতে হবে। রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে কখনো কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হলে সেক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। কোন সরকারী কর্মচারী অফিসের স্বাভাবিক কার্যক্রম বিঘ্নিত বা শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয় এমন কোন কর্মকাণ্ড যেমন কর্মবিরতি, কলম বিরতি, গণছুটি, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

জানা যায়, গতকাল অনুষ্ঠিত সচিব কমিটির সভায় ব্যাপক আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই আচরণ বিধি চূড়ান্ত করা হয়। সভায় কমিটির সদস্য প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র, আইন, সংস্থাপন ও স্বাস্থ্য সচিব উপস্থিত ছিলেন। কমিটির সভাপতি কেবিনেট সচিব ডঃ আকবর আলী খান গতরাতে ইত্তেফাককে জানান, সরকারী কর্মচারীদের জন্য বর্তমানে যে আচরণ বিধিটি আছে তা বেশ পুরোনো, অস্পষ্ট ও অনুপযোগী। তাই নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব পেশের পর প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট অনুমোদন করলে তা এসআরও হিসেবে জারি হবে। এরপর থেকে তা কার্যকর হবে। সব মিলিয়ে আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে এক মাস সময় লাগতে পারে।